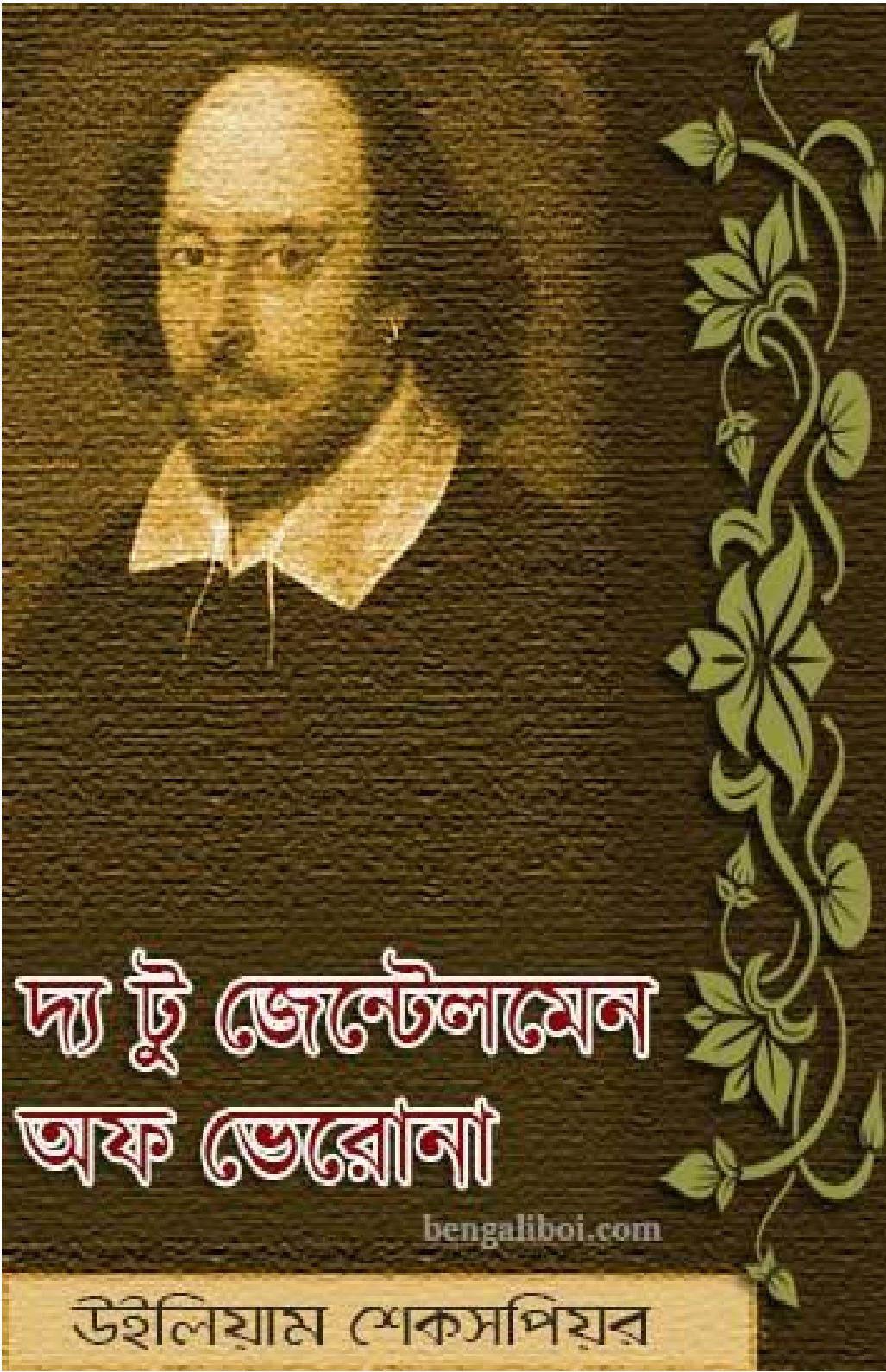
দ্য টু জেন্টেলমেন
অফ ভেরোনা
bengaliboi.com
উইলিয়াম শেকসপিয়র

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

দ্য টু জেন্টেলমেন অফ ভেরোনা

এক

ইটালির এক প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী ভেরোনা। এই ভেরোনায় থাকে দুই যুবক, প্রোটিয়াস আর ভ্যালেন্টাইন। ভদ্র, শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবারের এই দু'জন যুবক ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে, তার ফলে এক গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে।

জুলিয়া নামে এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়েছে প্রোটিয়াস, দু'জনেই তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। তবে প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন একটু অন্য ধাতের মানুষ. প্রেম, ভালবাসা আর হৃদয়ের আবেগ সম্পর্কে তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণাও অন্যরকম। প্রোটিয়াসের মুখে জুলিয়ার প্রেম নিবেদনের কথা শুনতে শুনতে একেকসময় ক্লান্ত বোধ করে ভ্যালেন্টাইন, মাঝে মাঝে এ নিয়ে সে প্রোটিয়াসকে ঠাট্টা-তামাশা করতেও ছাড়ে না।

একদিন ভ্যালেন্টাইন প্রোটিয়াসকে জানাল সে মিলানে যাচ্ছে, কাজেই বেশ কিছুদিন তাদের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না। শুনে বেশ মুষড়ে পড়ল প্রোটিয়াস, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ করল।

"তা কি করে হয়, প্রোটিয়াস?" বন্ধুর অনুরোধের জবাবে বলল ভ্যালেন্টাইন, "তুমি আমার সঙ্গে গেলে তোমার প্রেমিকার অবস্থা কি দাঁড়াবে তা একবারও ভেবে দেখেছো? তোমাকে না দেখে বেচারি জুলিয়া যে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করে মরবে!"

প্রোটিয়াস বলার মত কিছু না পেয়ে মুখ বুঁজে রইল।

"অল্প বয়সে যখন প্রেমে পড়েছো," খোঁচা দিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন, "তখন এবার বিয়ে করে ঘর-সংসার করো, তারপরে সুন্দরী বউ আর একপাল ছেলেপিলে নিয়ে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দাও। তবু বলছি,

এভাবে প্রেমে পড়ে হাবুডুবু না খেলে আমি তোমায় ঠিকই আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এখন জুলিয়াকে ছেড়ে মিলানে যাবার কথা আমি তোমায় বলতে পারব না। আর তোমায় পক্ষে তা সম্ভবও নয়, তাই আমায় একাই রওনা হতে হবে। তুমি নিজে প্রেমিক মানুষ, এখন দিনরাত জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাও। প্রার্থনা করি, দিনে দিনে তোমাদের প্রেমের সমৃদ্ধি হোক।"

"তাই হোক," প্রোটিয়াস বলল, "তুমি একাই যাও তাহলে। মিলানে থাকার সময় কোনও দুর্লভ দ্রষ্টব্য চোখে পড়লে আমার কথা মনে কোরো। আর হ্যাঁ, কখনও দুঃসময়ে বা সংকটে পড়লে আমায় খবর দেবার চেষ্টা কোরো। কথা দিচ্ছি তেমন সংকটের মুহূর্তে আমি তোমায় সাহায্য করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

"নিশ্চয়ই প্রোটিয়াস, তেমন অবস্থায় পড়লে আমিও কথা দিচ্ছি নিশ্চয়ই তোমায় খবর দেব," বলল ভ্যালেন্টাইন। প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করে সে রওনা হল মিলানের দিকে।

দুই

ভ্যালেন্টাইন মিলানে রওনা হবার খানিক বাদে তার খাস চাকর স্পিড ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে। বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের এই খাস চাকর স্পিড যাকে ভালবাসে লুসেট্টা নামে সেই যুবতী প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়ার বাড়ির কাজের মেয়ে। শুধু এই কারণে প্রোটিয়াস স্পিডকে সবসময় হাতে রাখে, তার হাত দিয়ে প্রেমপত্র পাঠায় জুলিয়াকে। স্পিড সেই প্রেমপত্র পাচার করে তার প্রেমিকা লুসেট্টার হাতে, আবার লুসেট্টা যথাসময় সেই প্রেমপত্র পৌঁছে দেয় তার মনিবনী জুলিয়ার হাতে। এভাবে দূতের কাজ করার বিনিময়ে প্রোটিয়াসের পকেট খসিয়ে মোটা বকশিস প্রায়ই আদায় করে স্পিড।

"কি হল, তুই এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিস কেন?" স্পিডকে প্রশ্ন করল প্রোটিয়াস।

"আজ্ঞে, এসেছি আমার মনিবের খোঁজে," বলল স্পিড, "আপনার সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে?"

"দেখা হয়েছিল বটে," প্রোটিয়াস বলল, "কিন্তু সে ত অনেকক্ষণ আগে। তোর মনিব ত মিলানে যাবে বলে জাহাজঘাটার দিকে এগোল। এতক্ষণে তার জাহাজ হয়ত ছেড়েও দিয়েছে," বলে আড়চোখে তাকিয়ে বলল প্রোটিয়াস, "হ্যাঁ..... আমার চিঠিটা জুলিয়ার হাতে পৌঁছে দিয়েছিস ত?"

"দিয়েছি, আজ্ঞে," স্পিড মুখ টিপে হাসল,"আপনাকে দেবার জন্য তিনিও একখানা চিঠি আমায় দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মনে করবেন না কত্তা, আপনার এই

প্রেমিকা জুলিয়া বড্ড কিপ্টে, ওঁর হাত দিয়ে জল মোটেও গলে না। চিঠিখানা আপনাকে দেবার জন্য কোনও বকশিস উনি আমায় দিলেন না।"

"তিনি বকশিস না দিলে তোর মন খারাপ করার কিছু নেই," প্রোটিয়াস বলল, "কই, দেখি জুলিয়ার চিঠিখানা।" স্পিড জুলিয়ার লেখা চিঠিখানা বের করতেই প্রোটিয়াস তা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল, তারপরে এক পাউণ্ডের একটা মুদ্রা বের করে তাকে বকশিস দিল। মুদ্রাটা পকেটে গুঁজে স্পিড প্রোটিয়াসকে বলল, "এমন দরাজ হাতে বকশিস দেন বলেই ত আপনার সব কাজ মুখ বুঁজে করে দিই, কত্তা। তবে আপনার প্রেমিকা যেমন ভুলেও একটা আধলা কখনও আমায় বকশিস দেন না, তেমনই ভবিষ্যতে উনি আপনাকেও দু'হাত উজার করে পয়সাকড়ি দেবেন বলে মনে হয় না।"

"ভাগ্ হতচ্ছাড়া!" স্পিডকে ধমকে উঠল প্রোটিয়াস, নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বলল "জুলিয়ার হাতে চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এবার থেকে দেখছি আর কাউকে দিতে হবে।"

তিন

প্রোটিয়াস এর কাছ থেকে নগদ এক পাউণ্ড বকশিস আদায় করে তার ধমক খেয়ে পালাল স্পিড, বাড়ি ফেরার আগে মাঝপথে জুলিয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়াল, জুলিয়ার কাজের মেয়ে লুসেট্টাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডাকিয়ে এনে কিছুক্ষণ হালকা রসিকতা করল, তারপরে জুলিয়াকে লেখা প্রোটিয়াসের চিঠিখানা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় নিল। খানিক বাদে বাড়ির বাগানে পায়চারি করতে এল জুলিয়া, সুযোগ বুঝে লুসেট্টাও এসে হাজির হল সেখানে, মনিবনীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে যুবতী মেয়েদের প্রেমে পড়ার স্বপক্ষে নানা রসালো বুলি আওরাতে লাগল।

"ব্যাপার কি বল্ তো লুসেট্টা?" ঘাড় না ফিরিয়েই বলল জুলিয়া, "আজই হঠাৎ প্রেমে পড়ার জন্য আমায় এভাবে জ্ঞান দিচ্ছিস কেন? মনে হচ্ছে তুই কোনও পুরুষ মানুষের হয়ে ওকালতি করছিস।"

"আজ্ঞে তা নয় দিদিমণি," নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে মুখ টিপে হাসল লুসেট্টা,"তুমি আমায় ভুল বুঝো না। প্রেম ব্যাপারটা ত চিরকালই পবিত্র আর স্বর্গীয়। আসলে আমি বলতে চাইছি কারও প্রেমে পড়ার আগে ভাল করে সব ভেবে নেয়া দরকার।"

"হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছিস," জুলিয়া সায় দিয়ে বলল, "কিন্তু দ্যাখ্, আমার প্রেম-ভালবাসা পেতে কত পুরুষই ত মুখিয়ে আছে, তাই বলে যাকে-তাকে আর তা বিলিয়ে দেয়া যায় না।"

"সে ত বটেই দিদিমণি," সায় দিল লুসেট্টা।

"এই এগলামুর-এর কথাই ধর না কেন," জুলিয়া বলল, "ওঁর সম্পর্কে তোর কি ধারণা? লোকটা কেমন?"

"এগলামুরকে দেখতে খুবই সুন্দর," বলল লুসেট্টা, "তার ওপর বড় যোদ্ধা হিসেবেও ওঁর সুনাম আছে। তবু দিদিমণি, আমি বলব ঘর-সংসার করার জন্য এ লোককে বিয়ে করা চলে না।"

"তাহলে মার্কোশিয়ো?" আবার জানতে চাইল জুলিয়া, "আমার মুখের একটু হাসি দেখার জন্য উনিও ত কম পাগল নন। মার্কোশিয়োর প্রচুর টাকাকড়ি আছে। সে খবর রাখিস?"

"হ্যাঁ, উনি টাকার কুমির ঠিকই," লুসেট্টা বলল, "কিন্তু মানুষটা যেন কেমন। চলাফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব, সবই মনে হয় ধার করা, অপরকে দেখে নকল করা, ওঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। ছোটমুখে বড়কথা শোনাবে দিদিমণি, তবু কথাটা তুললে বলেই বলছি, আমার চোখে মানুষের মত মানুষ একজনই আছেন, তিনি হলেন গে প্রোটিয়াস।"

"এত লোক থাকতে শেষপর্যন্ত কিনা প্রোটিযাস?" লুসেট্টার মুখে নামটা শুনে অবাক হবার ভান করল জুলিয়া, "ওঁর কথা ত আমার ভুলেও মনে হয় না। তাহলে প্রোটিয়াসের মধ্যে এমন কি তোর চোখে পড়ল যে ওঁর হয়ে কথা বলছিস?"

"কারণ প্রোটিয়াস নিজের মনপ্রাণ সব আপনাকে সপেঁ দিযেছেন, দিদিমণি! আপনি ছাড়া আর কোনও মেয়েকে উনি মনে ঠাঁই দেননি।"

"কিন্তু প্রোটিয়াস ত কথা বলেন খুব কম," জুলিয়া বলল, "আর যে কম কথা বলে তার মনে ভালবাসাও ত খুব কমই থাকবে।"

"ভুল করছ, দিদিমণি," লুসেট্টা তাকাল জুলিয়ার দিকে, "যে লোক কথা কম বলে জেনে রেখো তার হৃদয় প্রেমে ভরে উঠেছে। এমন পুরুষ মানুষের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা।" বলে মুখবন্ধ খামখানা জামার ভেতর থেকে বের করে জুলিয়ার হাতে দিল লুসেট্টা, বলল, "এর ভেতরে যা লেখা আছে তা মন দিয়ে পড়ুন তাহলেই বুঝবেন আমার কথা কতদূর সত্যি।"

"এ ত দেখছি চিঠি।" খামের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল জুলিয়া,"ওপরে আমার নাম লেখা। এ চিঠি কার জুলিয়া, কে দিয়েছে?"

"ভ্যালেন্টাইনকে চেনেন ত দিদিমণি?" জুলিয়া বলল, "ওঁর কাজের লোক স্পিড আমার চেনা, সেই-ই খানিক আগে এটা আমায় দিয়েছে। আমার মনে হয় আপনাকে দেবার জন্য প্রোটিয়াস এ চিঠি স্পিডকে দিয়েছেন।

আসলে জুলিয়ার স্বভাবটাই অদ্ভুত—প্রোটিয়াসকে সে ভালবাসে, তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক আগেই গড়ে উঠেছে প্রেম-ভালবাসাব সম্পর্ক, কিন্তু সেই সম্পর্কের

কথা সে গোপন রাখতে চায় সবার কাছে। কারও চাপে বা ভয়ে নয়, চেনাশোনা সবার কাছে জুলিয়া এটাই প্রমাণ করতে চায় যেন প্রোটিয়াস সম্পর্কে কোনও আগ্রহই তার নেই। তাই প্রোটিয়াসের লেখা চিঠিখানা জুলিয়ার হাত থেকে নিয়েই সে তাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল,"কেন প্রোটিয়াসের লেখা এ চিঠি তুই নিয়েছিস। যা, এটা নিয়ে এইমুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা!" বলে মুখবন্ধ সেই খামখানা তাকে ফিরিয়ে দিল। লুসেট্টা খামখানা নিয়ে ঘরের বাইরে যাবার খানিক বাদেই প্রোটিয়াস তাকে কি লিখেছে তা জানতে জুলিয়ার ইচ্ছে হল। সে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে লুসেট্টার নাম ধরে ডাকল।

জুলিয়ার ধরন-ধারন জানে লুসেট্টা, সে এই ডাকটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ি কি মরি করে এসে হাজির হল। যেন কিছুই হয়নি এমন হাবভাব মুখে ফুটিয়ে জুলিয়া বলল, "এখন ঠিক ক'টা বাজে দেখে আর ডিনারের সময় হল কিনা জেনে আয়।"

"ডিনারের সময় হয়েছে দিদিমণি," বলে প্রোটিয়াসের খামখানা আবার বের করে জুলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল লুসেট্টা, "তুমি আসলে এটার জন্য আমায় ডাকলে ত? নাও, এটা ভাল করে পড়ে দেখো।"

লুসেট্টার কথা শুনে আবার তার ওপর রেগে গেল জুলিয়া, কোনওকিছু চিন্তা ভাবনা না করে খামসমেত প্রোটিয়াসের লেখা সেই চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের মেঝেতে। জুলিয়ার কাণ্ড দেখে মনে ব্যথা পেল লুসেট্টা, চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো কুড়িয়ে নেবে বলে উবু হয়ে বসতে যাবে ঠিক তখনই জুলিয়া চেঁচিয়ে উঠল "খবরদার! ভাল চাস ত ওগুলো একদম ছুঁবি না। যা, তোকে এখন আর আমার কোনও দরকার নেই, চলে যা এঘর থেকে।"

লুসেট্টা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া। এমন হঠকারিতার জন্য নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হল। এভাবে মাথা গরম করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য সে নিজের মনে আক্ষেপ করতে লাগল।

লুসেট্টা অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ধারেকাছে কেউ নেই দেখে এবার হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসল জুলিয়া, প্রোটিয়াস তাকে কি লিখেছিল জানতে ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো তুলে নিয়ে পরপর সাজানোর চেষ্টা করতে লাগল। জুলিয়ার চোখে পড়ল একটা কাগজের টুকরোয় লেখা 'প্রেম-শরবিদ্ধ প্রোটিয়াস।' আরও কতগুলো ছেঁড়া টুকরোর গায়ে অনেক মিষ্টি প্রেমের বুলি লেখা আছে দেখতে পেল জুলিয়া। গোটা চিঠিতে না জানি আরও কত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখা ছিল অথচ খামোখা মাথাগরম করে ছিঁড়ে ফেলার জন্য সেসব তার পড়া হল না। নিজের

আচরণে অনুতাপ জাগল জুলিয়ার মনে, সে ঠিক করল চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো রেখে দেবে নিজের কাছে, রোজ দু'বেলা নিয়ম করে চুমু খাবে ওগুলোর গায়। এতেও কি আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হবে না?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল জুলিয়া।

প্রোটিয়াসের পাঠানো চিঠির জবাবে জুলিয়া এবার নিজে হাতে তাকে একটা চিঠি লিখল। প্রেমিক প্রোটিয়াসকে আগে মিষ্টি বুলিতে অনেক চিঠি সে লিখেছে, কিন্তু সেসব চিঠির চেয়ে এই চিঠির ভাষা ঢের ঢের বেশি মিষ্টি।

★ ★ ★ ★ ★

"অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে প্যানথিনো!" বাড়ির কাজের লোককে ধমকে উঠলেন প্রোটিয়াসের বাবা অ্যান্টোনিও, "সেই কখন থেকে তোকে ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে গেল—ছিলি কোথায় এতক্ষণ?"

"আজ্ঞে মঠে," প্যানথিনো জবাব দিল, "আপনার ভাই-এর কাছে ছিলাম।"

"কেন রে হারামজাদা? আবার দাবড়ে উঠলেন অ্যান্টোনিও, তুই এতক্ষণ মঠে কোন ঠাকুরের সেবা করছিলি? নাকি আমার ভাই তোকে আটকে রেখেছিল?"

"না কত্তা," প্যানথিনো বলল," আসলে আপনার ভাই ওঁর ভাইপো মানে আপনার ছেলে প্রোটিয়াসের জন্য খুব চিন্তা-ভাবনা করেন কিনা, তাই নিয়েই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"কি বলছিল আমার ভাই?" জানতে চাইলেন অ্যান্টোনিও।

"আজ্ঞে উনি বলছিলেন সাধারণ মানুষেরা তাদের ছেলেরা যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবার জন্য বাড়ির বাইরে ছেড়ে দেয়।" প্যান্থিনো বলতে লাগল, "সেসব ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শিখতে ভর্তি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ জাহাজে চেপে বেরোয় নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করতে, আবার কেউ ফৌজে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে যায় সৌভাগ্যের খোঁজে। আপনার ভাই বলছিলেন আপনার ছেলে প্রোটিয়াসেরও এমনই কাজ করা উচিত। আর বলছিলেন তাতে যেন আপনারা বাধা না দেন। উনি বারবার বলছিলেন এতদিনে প্রোটিয়াস যৌবনে পা দিয়েছে, তাই এবার যদি সে নানা দেশে যেতে না পারে তাহলে তার পৃথিবীর চেহারাটা দেখা হবে না। কতরকমের মানুষ দুনিয়ায় আছে, কেমন তাদের স্বভাব, এসব কিছুই জানা হবে না। তাই উনি আপনাকে বলতে বলেছেন যাতে প্রোটিয়াসকে আপনি আর বাড়িতে আটকে না রাখেন।"

"আমার ভাই যদি এসব বলে ত আমি বলব সে খাঁটি কথাই বলেছে," অ্যান্টোনিও সায় দিয়ে বললেন, "পরিশ্রম করলে তবেই মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা আমি

জানি। তা বেশ প্যানথিনো, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুই যখন আমার ভাই-এর সঙ্গে এত কথা বলেছিস, যখন এত ভাবিস তার জন্য, তখন তুই নিজেই বল্ প্রোটিয়াসকে কোথায় কোন দেশে পাঠানো উচিত?"

"এ নিয়ে আর এত কি ভাবনার আছে" বলল প্যানথিনো, "আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন প্রোটিয়াসের বন্ধু ভ্যালেন্টাইন মিলানে সম্রাটের রাজসভায় গেছে উন্নতির আশায়।"

"হ্যাঁ", অ্যান্টোনিও ঘাড় নাড়লেন, "আমি তা শুনেছি।"

"আমার মতে, কত্তা আমাদের প্রোটিয়াসকেও সেখানেই পাঠিয়ে দিলেই ভাল হবে," বলল প্যানথিনো, "সম্রাটের দরবারে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর লোক রোজ আসে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও অনেক কিছু জানতে আর শিখতে পারবে। তারপরে দেখুন, রাজসভায় তীর ছোঁড়া, তলোয়ারের লড়াই, বন্দুকবাজি, এসব অস্ত্র প্রতিযোগিতা বারো মাস লেগেই আছে — প্রোটিয়াস ঐসব প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে সম্রাটের নজরে পড়বে।"

"তুমি ঠিকই বলেছো প্যানথিনো," সায় দিয়ে বললেন অ্যান্টোনিও, "আমিও প্রোটিয়াসকে যত শীগগির পারি মিলানে সম্রাটের রাজসভায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।"

"আমি বলি কি কত্তা মিছিমিছি দেরি না করে আগামিকালই ছোটকত্তা প্রোটিয়াসকে রওনা করিয়ে দিন।"

"কেন, আগামিকাল কেন?"

"ডন অ্যালফনসোকে চেনেন ত কত্তা?" প্যানথিনো বলল, "কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আগামিকাল উনি মিলানে সম্রাটের দরবারে চাকরির খোঁজে রওনা হচ্ছেন। তাই বলছি, প্রোটিয়াসকেও ওঁদের সঙ্গে আগামিকাল মিলানের জাহাজে চাপিয়ে দিন।"

"খুব ভাল কথা," অ্যান্টোনিও বললেন, "ডন অ্যালফনসো আর ওঁর সঙ্গি সাথীদের সঙ্গে প্রোটিয়াসও তাহলে আগামিকালই রওনা হবে মিলানে। তুই তাহলে আর দেরি করিসনে প্যানথিনো, ওর জামাকাপড় আর দরকারি জিনিসপত্র সব এইবেলা গুছিয়ে বাক্সে ভরে ফ্যাল্।"

ওদিকে বাড়ির পুরোনো চাকরের বুদ্ধিতে বাবা যে তাকে একরকম নির্বাসন দণ্ড দেবার মত মিলানে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন সে খবর তখনও জানে না প্রোটিয়াস। খানিক আগে জুলিয়ার লেখা প্রেমপত্র পেয়ে সে তখন পরম আহ্লাদে ডানা মেলছে কল্পনার আকাশে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা বারবার নতুন করে

গোড়া থেকে পড়ছিল প্রোটিয়াস, মাঝে মাঝে নাকের কাছে তুলে গন্ধও শুঁকছিল, এমনই সময় তার বাবা অ্যান্টোনিও তাকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন সেখানে।

"ওটা আবার কার চিঠি?" ছেলেকে মন দিয়ে চিঠি পড়তে দেখে বললেন অ্যান্টোনিও, "কে লিখেছে?"

"লিখেছে আমার বন্ধু ভ্যালেন্টাইন মিলান থেকে," কিছু না ভেবেই বলে বসল প্রোটিয়াস, "ওর এক বন্ধু চিঠিখানা নিয়ে এসেছে।"

"দাও ত চিঠিখানা," অ্যান্টোনিও হাত বাড়ালেন, "তোমার বন্ধু মিলানের কি খবর লিখেছে একবার নিজে পড়ে দেখি।"

'এই সেরেছে!' বিড়বিড় করে নিজের মনে বলে উঠল প্রোটিয়াস, 'জুলিয়ার লেখা এই প্রেমপত্রখানা এবার তুলে দিতে হবে ওঁর হাতে! এটা খুঁটিয়ে না পড়লে আজ রাতে উনি ঘুমোতে পারবেন না এমনই হাবভাব করছেন! এখন আমি কি করি!' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল প্রোটিয়াস, চিঠিটা জামার ভেতরে গুঁজে রেখে বলল, "আমার বন্ধুর চিঠি পড়ে তুমি কি করবে? তুমি যা ভাবছো মিলানের তেমন কোনও খবর এতে নেই। মিলানে সম্রাটের দরবারে ও কেমন সুখে আছে, দরবারের সব কাজে ওর ডাক পড়ে, আর এসব কারণে সম্রাট ওকে নানা সম্মান দিচ্ছেন—এসবই লিখেছে চিঠিতে, সেইসঙ্গে আমাকেও সেখানে যেতে লিখেছে।"

"লিখেছে বুঝি? বাঃ, তোমার বন্ধু এই ভ্যালেন্টাইন ছোকরাটি বেশ ভাল বলেই ত মনে হচ্ছে," বললেন অ্যান্টোনিও।

"হ্যাঁ," নিজের মনে হাসতে হাসতে বলল প্রোটিয়াস, "ভ্যালেন্টাইন লিখেছে মিলানে সম্রাটের দরবারে গেলে আমিও তার মত সৌভাগ্যবান হতে পারব।"

"তোমার বন্ধুটি গুণী লোক সন্দেহ নেই," অ্যান্টোনিও বললেন, "শুনলে খুশি হবে ও চিঠিতে তোমায় যা লিখেছে তা আমারও ইচ্ছে। বাড়িতে বসে জীবনের অনেকগুলো দিন ত কাজকর্ম কিছুই না করে কাটালে, এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও, ভ্যালেন্টাইনের মত তুমিও কিছুদিন মিলানে সম্রাটের দরবারে গিয়ে থাকো, এটাই আমার ইচ্ছে। থাকাখাওয়ার খরচের জন্য ভেবো না, যতদিন না পাকাপাকি কোনও হিল্লে হচ্ছে ততদিন ওটা আমিই তোমায় পাঠাব। আগামিকালই তোমায় মিলান রওনা হতে হবে। হাতে আর সময় নেই, দেরি না করে এইবেলা চটপট তৈরি হয়ে নাও।"

"আগামিকালই?" বাপের কথা শুনে প্রোটিয়াসের মুখ শুকিয়ে গেল, কোনমতে বলল, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তৈরি হব কি করে? কম করে দুটো দিন সময় ত দরকার।"

"দুটো কেন," অ্যান্টোনিও বাধা দিয়ে বললেন, "তৈরি হবার জন্য তোমায় একটি দিনেরও দরকার নেই। আগে রওনা হও, তারপরে তোমার যা যা দরকার সব ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এখানে আর একটি দিনও থাকার দরকার নেই। প্যান্থিনো, তুই ছোটকত্তার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দে।" বলতে বলতে চাকরকে নিয়ে ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যান্টোনিও।

"হায় রে, এখন আমি কি করি?" নিজের মনে আক্ষেপ করতে করতে বলল প্রোটিয়াস, "আগুনের আঁচ থেকে প্রাণ বাঁচাতে লাফিয়ে পড়লাম সাগরে, কিন্তু কপাল এমনই মন্দ যে শেষকালে সেই সাগরের জলেই ডুবে মরতে হল। জুলিয়ার লেখা চিঠি দেখলে বাবা পাছে রেগে যায় তাই ওটা আমার বন্ধুর লেখা চিঠি বলে চালাতে চাইলাম। কিন্তু তাতে ফল হল উল্টো — বাবা আমায় জোর করে সেই বন্ধুর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর তার ফলে জুলিয়ার কাছ থেকে আমায় চলে যেতে হচ্ছে বহু দূরে! সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল বসন্তের দিনের সঙ্গে শুধু যার তুলনা করা সাজে আমার সেই প্রেম আচমকা কালো মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল।"

বাবার সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হবে না জানে প্রোটিয়াস, তাই সেদিন বিকেলেই প্রণয়িনী জুলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে সে তার সঙ্গে দেখা করল। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তারা একে অপরকে ভালবাসবে, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে জুলিয়া আর প্রোটিয়াস দু'জনে একে অপরের হাতে হাত রেখে এই শপথ নিল। এরপরে তারা দু'জনে আংটি বদল করল। নিজেদের আঙ্গুল থেকে কখনও আংটি খুলবে না, প্রোটিয়াস আর জুলিয়া দু'জনেই বিচ্ছেদের মুহূর্তে এই শপথ নিল।

চার

বন্ধু ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে মুখে যা এল বাবাকে তাই বলে প্রোটিয়াস সেদিন পরিস্থিতি সামাল দিল ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার সেই কথাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল— যত দিন যেতে লাগল তার বন্ধু ভ্যালেন্টাইন ততই মিলানের ডিউকের সুনজরে পড়তে লাগল। অবশ্য এর পাশাপাশি একটা ব্যাপার ঘটল তার সম্পর্কে যা ভাবাই যায় না—ভ্যালেন্টাইন প্রেমে পড়ল। প্রেমিকা আর কেউ নয়। ডিউকের সুন্দরী মেয়ে সিলভিয়া। ভেরোনায় থাকতে যে ভ্যালেন্টাইন প্রেম-ভালবাসা থেকে সবসময় দূরে থাকত মিলানে এসে ডিউকের মেয়েকে দেখে সেই-ই পড়ে গেল তার প্রেমে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবান তরুণ ভ্যালেন্টাইনকেও সিলভিয়ার ভাল লেগে গেল, সবার নজর এড়িয়ে সেও তাকে প্রেম নিবেদন করে বসল। রূপবতী সিলভিয়ার প্রেমের আহবানে ভ্যালেন্টাইন যে সেদিন সাড়া দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সিলভিয়া আর ভ্যালেন্টাইন এরপর থেকে সবার নজর এড়িয়ে লুকিয়ে প্রেম করতে লাগল, এ

সম্পর্কে ডিউক যাতে কিছু টের না পান সেদিকে সবসময় নজর রাখতে লাগল সিলভিয়া। এর কারণ একটাই—ডিউক ভ্যালেন্টাইনকে খুবই ভালবাসেন, প্রায় রোজই তাকে নিজের প্রাসাদে আনিয়ে একসঙ্গে ডিনার খান। কিন্তু নিজের একমাত্র মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে তিনি থুরিও নামে তারই সভার এক তরুণ সভাসদের সঙ্গে আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু ডিউকের সভার সভাসদ হলেও এই থুরিও ছিল মাথামোটা লোক, বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিল তার খুব কম। এজন্য বাপের পছন্দ করা ভাবী পাত্র হওয়া সত্ত্বেও সিলভিয়া নিজে থুরিওকে মোটেও পছন্দ করত না, থুরিওর সঙ্গে দেখা হলেই সে নানাভাবে তার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করত।

এরই মাঝে প্রোটিয়াস এসে মিলানে হাজির হল, ডিউকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন প্রোটিয়াসের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এমন প্রশংসা করল যা শুনে ডিউক মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তিনি তাকে তাঁর সভায় যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এরপরে একদিন ভ্যালেন্টাইন আর প্রোটিয়াস দু'জনকেই নিজের প্রাসাদে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন ডিউক। বন্ধুর সঙ্গে ডিউকের প্রাসাদে এল প্রোটিয়াস, সেখানে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন তার পরিচয় করিয়ে দিল। এরপরে একফাঁকে বন্ধুকে একপাশে সরিয়ে আনল ভ্যালেন্টাইন, প্রোটিয়াসের কাছে জানতে চাইল তার প্রেমিকা জুলিয়া কেমন আছে। একইসঙ্গে ভ্যালেন্টাইন মুখ ফুটে স্বীকার করল এতকাল সে যা এড়িয়ে চলেছে মিলানে আসার পরে সেই প্রেম তাকে জয় করেছে, প্রেমের শক্তি কত ব্যাপক, তাও সে উপলব্ধি করছে। বন্ধু ভ্যালেন্টাইন যে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার প্রেমে পড়েছে তা সে নিজে মুখ ফুটে না বললেও প্রেম সম্পর্কে তার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে প্রোটিয়াসের তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সিলভিয়াকে দেখে, আর তার সঙ্গে পরিচয় হবার পরে প্রোটিয়াসের নিজের মন ততক্ষণে পুরোপুরি পাল্টে গেছে, জুলিয়াকে মন থেকে সরিয়ে সিলভিয়াকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে প্রোটিয়াস। এজন্য বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে তাকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে সে সম্পর্কে প্রোটিয়াস সম্পূর্ণ সচেতন।

পরদিনই ভ্যালেন্টাইন কথায় কথায় সিলভিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের কথা খুলে বলল প্রোটিয়াসকে। ডিউক যে স্যর থুরিও নামে তাঁর এক সভাসদের সঙ্গে সিলভিয়ার বিয়ে ঠিক করেছেন তাও বলল, আর বলল সিলভিয়া স্যর থুরিওকে মোটেও পছন্দ করে না।

"কিন্তু সিলভিয়া স্যর থুরিওকে পছন্দ না করলেও তোমার তাতে কি সুবিধা হবে?" প্রোটিয়াস বলল, "ডিউক ত স্যর থুরিওর বদলে তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না!"

"তা দেবেন না আমি জানি," ভ্যালেন্টাইন একটুও দমে না গিয়ে বলল, "সিলভিয়া আর আমি দু'জনেই বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি। আজই রাতের বেলা এখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করব।" বলে পকেট থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি বের করে প্রোটিয়াসকে দেখাল ভ্যালেন্টাইন।

"ওটা কোন কাজে লাগবে?" জানতে চাইল প্রোটিয়াস।

ভ্যালেন্টাইন বলল, "সন্ধ্যের পরে ডিউকের প্রাসাদের কোনও জানালায় এই দড়ির সিঁড়িখানা এঁটে দেব। সিলভিয়াকে আগে থেকেই বলে রাখব তাই জানলাটা সে চিনে রাখবে। এরপরে রাত বাড়লে সবার নজর এড়িয়ে সিলভিয়া এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবে প্রাসাদ থেকে। ঘোড়া তৈরি থাকবে, সিলভিয়া নেমে এলেই তাতে চেপে আমরা মিলান ছেড়ে পালাব।"

"বাঃ!" নিজের মনে বলল প্রোটিয়াস, "সবকিছু ত দেখছি আমারই স্বার্থসিদ্ধির দিকে এগোচ্ছে!" সে ঠিক করল সিলভিয়াকে নিয়ে ভ্যালেন্টাইন মিলান ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগেই তার পরিকল্পনা সে জানিয়ে দেবে ডিউককে। সব শুনে ডিউক রেগে গিয়ে ভ্যালেন্টাইনকে কঠোর সাজা, হয়ত বা প্রাণদণ্ডই দিয়ে বসবেন। ভ্যালেন্টাইন সরে গেলে তখন সিলভিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে তার কোনও বাধা থাকবে না। না, একটা বাধা অবশ্য তখনও থাকবে — স্যর থুরিও। কিন্তু সে ত একটা মাথামোটা গবেট, বুদ্ধিশুদ্ধি তার খুবই কম, তাছাড়া সিলভিয়া তাকে কোনদিনই দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কাজেই স্যর থুরিওকে হটিয়ে দিতেও তার বেশি সময় লাগবে না এটাই ধরে নিল প্রোটিয়াস, পথের কাঁটা ভ্যালেন্টাইনকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দেরি না করে তখনই সে গিয়ে দেখা করল ডিউকের সঙ্গে।

পাঁচ

"আসুন প্রোটিয়াস," ডিউক মুখ তুলে তাকালেন, "এখানে আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত?"

"আজ্ঞে না, মহামান্য ডিউক," বলল প্রোটিয়াস, "বিশেষ প্রয়োজনে এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।"

"আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা নিঃসংকোচে বলতে পারেন," ডিউক বললেন।

"ভ্যালেন্টাইন আমার ছোটবেলার বন্ধু," আমতা আমতা করে বলল প্রোটিয়াস, "কিন্তু সে এমন এক পরিকল্পনা করেছে যা আপনার পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর।"

"তাই নাকি!" ব্যস্ত হয়ে বললেন ডিউক, "ভ্যালেন্টাইনের পরিকল্পনার কথাটা তাহলে এবার খুলেই বলুন।"

"ভ্যালেন্টাইনের মুখ থেকেই শুনেছি সে আজ রাতেই আপনার মেয়ে লেডি সিলভিয়াকে নিয়ে এখান থেকে পালানোর এক পরিকল্পনা করেছে।" প্রোটিয়াস বলল, "সন্ধ্যের পরে রাতের গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢেকে এলে ভ্যালেন্টাইন আপনার প্রাসাদের একটা জানালা থেকে একটি দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেবে। সেই সিঁড়ি বেয়ে লেডি সিলভিয়া নিচে নেমে আসবেন। তারপরে ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে তিনি এখান থেকে পালিয়ে যাবেন। দড়ির তৈরি সেই সিঁড়িখানা ভ্যালেন্টাইন লুকিয়ে রাখবে তার আলখাল্লার ভেতরে, ওটা পেলেই বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা।"

প্রোটিয়াসের কথা শুনে ডিউক কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রোটিয়াসের মুখের দিকে, খানিক বাদে বললেন, "প্রোটিয়াস সময়মত কথাটা আমায় জানিয়ে আপনি আমার কি যে উপকার করলেন তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। বলুন, এর বিনিময়ে আপনি কি পুরস্কার চান?"

"মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বলল, "প্রতিদানে কিছু পাবার আশা করে আমি আপনার কাছে আসিনি, কর্তব্যের তাগিদেই এসব কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হয়েছি। তবে আপনি যখন আমায় কিছু দিতে চাইছেন তখন আপনার কাছে চাইবার মত আমার একটি জিনিসই আছে।"

"সেটা কি?"

"মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বললেন, "ভ্যালেন্টাইন যত অপরাধই করুক সে আমার ছোটবেলার বন্ধু। আপনাকে এসব কথা বলেছি তা যেন সে কখনও জানতে না পারে এটাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ।"

"বেশ," ডিউক বললেন, "কথা দিচ্ছি ভ্যালেন্টাইনের এই পরিকল্পনার কথা তোমার মুখ থেকে শুনেছি একথা তাকে বলব না।"

"আপনি নিজে না বললেও একথা যে আমিই বলেছি তা সে ঠিক জানতে পারবে, মহামান্য ডিউক"। প্রোটিয়াস বলল, "যেহেতু সে অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন নিজে, আপনার মেয়ে লেডি সিলভিয়া আর আমি, এই তিনজন ছাড়া আর কেউ ভ্যালেন্টাইনের এই পরিকল্পনার কথা জানে না।"

"আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন, প্রোটিয়াস," ডিউক আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভ্যালেন্টাইনকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে এই অপরাধের কথা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করব। কাজেই সে আপনাকে কোনওভাবে সন্দেহ করতে পারবে না।"

"এবার তাহলে আমি আসি?" বিনীতভাবে বলল প্রোটিয়াস।

"আসুন," মুখ টিপে হাসলেন ডিউক, "সন্ধ্যের পরে ভ্যালেন্টাইন আসবে, তাকে হাতের মুঠোয় পাবার সব ব্যবস্থা তার আগেই আমায় করে রাখতে হবে। তবে

এও জেনে রাখুন প্রোটিয়াস, স্যর থুরিওর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি সিলভিয়াকে দুর্গের কোন চূড়ায় আটকে রেখে সেখানকার চাবি দিনরাত আমার পকেটে রেখে দেব।"

ছয়

প্রোটিয়াস চলে যাবার পরে ডিউক ইচ্ছে করেই আর কোথাও গেলেন না, ভ্যালেন্টাইনকে হাতেনাতে ধরবেন বলে এমন একটা জায়গায় বসে রইলেন যেখান থেকে প্রাসাদে ঢোকার পথটুকু স্পষ্ট চোখে পড়ে। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এল, গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢাকা পড়ল, আরও কিছু সময় কাটবার পরে ডিউক দেখতে পেলেন ভ্যালেন্টাইন খুব জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের ফটকের দিকে, তার পা ফেলার মধ্যে যে চাপা অস্থিরতা ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করলেন ডিউক। ভ্যালেন্টাইন কাছাকাছি আসতে তিনি দেখলেন তার পরনের ঢোলা আলখাল্লার একটা দিক কেমন উঁচু হয়ে আছে। যেন ভেতর থেকে কিছু ঠেলে বেরোতে চাইছে। প্রোটিয়াস যে দড়ির সিঁড়ির কথা বলেছে ডিউক আঁচ করলেন ভ্যালেন্টাইন সেটা ওখানেই গুঁজে রেখেছে।

"ভ্যালেন্টাইন মনে হচ্ছে!" ডিউক জোরগলায় ডাকলেন, "এমনভাবে যাচ্ছেন যেন একগাদা জরুরি কাজ এখুনি সেরে ফেলতে হবে। এদিকে একবার আসুন, কাজের কথা আছে।"

ডিউকের গলা কানে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যালেন্টাইন, পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "মহামান্য ডিউক ঠিকই অনুমান করেছেন, আমার হাতে সত্যিই একটা জরুরি কাজ আছে, সেটা সেরে এক্ষুণি আমি আসছি।"

"জরুরি কাজ?" ডিউক বললেন, "সেটা কি জানতে পারি?"

"আজ্ঞে আমার বন্ধুদের কয়েকটা চিঠি লিখেছি," আমতা আমতা করে বলল ভ্যালেন্টাইন, "প্রাসাদের বাইরে আমার চেনা একজন লোক অপেক্ষা করছে, তার হাতে চিঠিগুলো দেব।"

"ওসব পরে হলেও চলবে," ডিউক ভ্যালেন্টাইনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনি যে খুব বুদ্ধিমান তা আমার জানতে বাকি নেই। তাই আপনার কাছে এ ব্যাপারে সব কিছু খোলাখুলি বলছি আপনি বুদ্ধি বাতলে আমায় সাহায্য করতে পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

"আজ্ঞে বলুন," ডিউকের কথায় গলে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন বলল, "আমি সাধ্যমত নিশ্চয়ই সাহায্য করব।"

"হয়ত শুনেছেন স্যর থুরিওর সঙ্গে আমার মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে দেব বহুদিন আগেই স্থির করে রেখেছিলাম। কিন্তু সিলভিয়া যত দিন যাচ্ছে ততই ভয়ানক অবাধ্য হয়ে উঠছে, আমার পছন্দ করা পাত্রকে তার মোটেও পছন্দ নয়। আমি তাই ঠিক করেছি এই বুড়োবয়সে আমি আবার বিয়ে করব। সিলভিয়া নিজের পছন্দমত কাউকে বিয়ে করলে আমি সে বিয়েতে তাকে কিছুই যৌতুক দেব না। এছাড়া আমার মৃত্যুর পরে সিলভিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না।"

ডিউকের কথা শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠছে ভ্যালেন্টাইন, বুড়োটা আর কতক্ষণ তাকে এভাবে আটকে রাখবে মনে মনে তাই ভাবছে সে। কিন্তু মনে মনে ভাবলেও সেকথা মুখে বলা চলে না, তাই সে ঘুরিয়ে বলল, "সবই ত শুনলাম মহামান্য ডিউক, এবার আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই বলুন।"

"মন নিয়ে আগে সব শুনুন, ভ্যালেন্টাইন," যেন তাকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলছেন এমনভাবে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে গলা নামিয়ে ডিউক বললেন, "একটি যুবতী মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। মেয়েটি যুবতী, দেখতে সুশ্রী, স্বভাবও বেশ নম্র শান্ত। এখন আমি চাই মেয়েটি আমায় প্রেম নিবেদন করুক আর সমস্যা সেখানেই। আপনারা সবাই এ যুগের যুবক-যুবতী, আপনাদের প্রেম-ভালবাসার রীতিও এখন আগের চেয়ে অনেক পাল্টে গেছে। কিভাবে মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করব তা আপনার কাছ থেকে আমি শিখতে চাই। এবার বলুন কিভাবে আপনি আমায় সাহায্য করতে পারেন।"

"এযুগের যুবকেরা মাঝে মাঝে তাদের প্রণয়িনীদের সঙ্গে দেখা করে," ভ্যালেন্টাইন বলল, "তাদের নানারকম শৌখিন জিনিস উপহার দেয়। গোপনে প্রেমপত্র লিখে কারও হাত দিয়ে পাঠায়। ভাল হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। এইভাবেই তারা তাদের প্রেমিকদের মন জয় করে।"

"যে তরুণীটিকে পছন্দ করেছি," ডিউক বললেন, "আমিও তাকে একটি শৌখিন জিনিস উপহার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়েছে। মেয়েটির বাবা-মা দিনরাত তাকে কড়া নজরে রাখে, তাঁদের নজর এড়িয়ে কেউ দিনের বেলা তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না, মেয়েটিও বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। তাহলে তার সঙ্গে আমি দেখা করব কিভাবে?"

"দিনের বেলা সম্ভব না হলে রাতের বেলা তার সঙ্গে দেখা করবেন," ভ্যালেন্টাইন বলল।

"রাতের বেলা দেখা করতে বলছেন?" ডিউক ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু রাতের বেলা ত সেই মেয়েটির বাড়ির দরজা বন্ধ থাকে, তাহলে কিভাবে তার সঙ্গে

দেখা করব?"

"দরজা বন্ধ থাকলে কি বাড়ির ভেতরে ঢোকা যায় না?" পরিণতির কথা না জেনেই মুখ ফসকে বলে বসল ভ্যালেন্টাইন।

"কি ভাবে ঢোকা যায়?"

"দড়ির তৈরি সিঁড়ি বেয়ে," জবাব দিল ভ্যালেন্টাইন। "মহামান্য ডিউক, যদি চান ত ঐরকম দড়ির সিঁড়ি আমিই আপনাকে এনে দেব। আমি যেমন পরেছি তেমনই একটা ঢোলা আলখাল্লা আপনিও পরবেন, দড়ির সিঁড়িটা ভাঁজ করে আলখাল্লার ভেতরে গুঁজে নেবেন। তাহলে বাইরে থেকে কেউ টেরও পাবে না। এরপরে আপনি সহজেই বাইরে থেকে কোনও খোলা জানালায় ঐ সিঁড়িটা আটকে তাতে পা রেখে বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে ঢুকতে পারবেন বাড়ির ভেতরে। তবে হ্যাঁ, তার আগে যাকে পছন্দ করেছেন সেই মেয়েটি কোন ঘরে থাকে তা আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে। আমার মতে বাড়ির কাজের লোকেদের একটু দরাজ হাতে বকশিস দিলে তারাই তা আপনাকে আগে ভাগে জানিয়ে দেবে।"

"বাঃ সাবাশ।" ভ্যালেন্টাইনের কথা শেষ হতে ডিউক বললেন, "খুব ভাল বুদ্ধি আপনি দিয়েছেন ভ্যালেন্টাইন। এবার তাহলে দয়া করে আরেকটু উপকার করুন, আপনার ঐ ঢোলা আলাখাল্লাখানা আজ রাতের জন্য আমায় ধার দিন।"

ডিউকের আসল মতলব কি তা তখনও আঁচ করতে পারেনি ভ্যালেন্টাইন, ডিউকের কথা মত গা থেকে আলখাল্লাখানা খুলে দিতে ইতস্তত করতে লাগল সে। ডিউকের তখন আর তর সইছে না। তিনি আলখাল্লাটা একরকম জোর করে তার গা থেকে কেড়ে নিলেন। কেড়ে নিয়েই আলখাল্লার ভেতরে হাত ঢোকালেন ডিউক, দড়ির সিঁড়ি আর ভাঁজ করা একখানা কাগজ তাঁর হাতে ঠেকল। জিনিসদুটো বের করে এনে ভ্যালেন্টাইনের সামনেই তিনি খুললেন। দেখলেন জিনিসদুটোর একটা দড়ির তৈরি ভাঁজ করা সিঁড়ি, আর ভাঁজ করা কাগজখানা তাঁর মেয়ে সিলভিয়াকে লেখা একখানা চিঠি। চিঠির বয়ানের নিচে ভ্যালেন্টাইনের সই। চিঠিখানা খুঁটিয়ে পড়লেন ডিউক, দেখলেন সিলভিয়াকে নিয়ে মিলান থেকে পালানোর পরিকল্পনা খোলাখুলিভাবে চিঠির বয়ানে উল্লেখ করেছে ভ্যালেন্টাইন।

"নচ্ছার! বেইমান কাঁহিকা!" চিঠিখানা পড়ে ভ্যালেন্টাইনকে গালি দিলেন ডিউক, "আমার কাছ থেকে এত উপকার আর অনুগ্রহ পেয়ে শেষপর্যন্ত এভাবে তার প্রতিদান দিলেন! এই মুহূর্তে বিতাড়িত করছি, একই সঙ্গে নির্বাসন দণ্ডে আপনাকে দণ্ডিত করছি। মন দিয়ে শুনুন ভ্যালেন্টাইন, এইমুহূর্তে আপনি মিলান ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যান। মনে রাখবেন কাল সকালে এই নগরীতে দেখা গেলে আপনাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব!"

ডিউকের দেয়া নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে ভ্যালেন্টাইন সে রাতেই মিলান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল, যাবার আগে সিলভিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগটুকুও পেল না।

সাত

ওদিকে ভেরোনায় মন খারাপ করে বসে আছে প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়া; জুলিয়ার মন খারাপ হবার কারণ, বহুদিন হল প্রোটিয়াসের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। নিয়মিত চিঠিপত্র লিখবে—মিলানে রওনা হবার আগে প্রোটিয়াস তাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রোটিয়াস মিলান থেকে একটি চিঠিও লেখেনি তাকে। কাজের মেয়ে লুসেট্টার কাছে এসব দুঃখের কথা বলে মনটাকে হালকা করছে জুলিয়া। লুসেট্টা মনিবনীকে অনেক সান্ত্বনা দিল কিন্তু তাতে জুলিয়ার অশান্ত মনের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। লুসেট্টাকে বলল, "তুই যতই আমার বোঝনোর চেষ্টা করিস না কেন, ওসব ছেঁদো সান্ত্বনার কথায় আমি ভুলছি না। তোকে বলে রাখছি শোন্, এভাবে এতদূরে বসে তার পথ চেয়ে দিন গোনা আর আমার পোষাবে না। মিলানে প্রোটিয়াসের কাছে এবার যেভাবেই হোক আমায় পৌঁছাতেই হবে। এই আমার শেষকথা। যদি পারিস ত মাথা খাটিয়ে কিভাবে ওখানে যাব সেই রাস্তা বের কর।"

"তোমার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি," লুসেট্টা বলল, "কিন্তু কিভাবে সেখানে যাবে তা ভেবেছো?"

"মেয়েমানুষ নয়," জুলিয়া বলল, "ভেবে দেখলাম পুরুষমানুষ সেজে গেলে কারও বদ্‌নজর আমার দিকে পড়বে না। তুই আমায় এমন সাজে সাজিয়ে দে যা দেখে সবাই ধরে নেবে আমি কোনও বড় মানুষের বাড়ির চাকর, নিজের মনিবকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"কিন্তু ছেলে সাজতে গেলে ত মাথার চুল সব কেটে ফেলতে হবে!" বলল লুসেট্টা।

"না, চুল কাটব না," জুলিয়া বলল, "তুই আমার লম্বা চুল এমনভাবে বেঁধে দে যাতে সবাই ধরে নেয় ব্যাটাছেলে হয়েও শখ করে আমি মেয়েদের মত লম্বা চুল রেখেছি।"

"তাই দেব," বলল লুসেট্টা, "ঈশ্বর তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করুন এই কামনা করি।"

"তাহলে এবার আমায় তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দাও," জুলিয়া বলল, "যাবার আগে আমার জিনিসপত্র, বিষয় সম্পত্তি সব দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাকেই দিয়ে গেলাম। তুমি মাঝে মাঝে এখানকার খবর চিঠি লিখে আমায় জানিও।"

মিলানের সীমান্তের কাছেই ম্যান্টুয়া, নির্বাসিত ভ্যালেন্টাইন কোথায় যাবে স্থির করতে না পেরে মিলানের সীমান্ত পেরিয়ে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একদল ডাকাত ঘিরে ধরল তাকে। ডাকাতরা বলল, "ওহে, প্রাণে বাঁচার সাধ থাকলে টাকাকড়ি সঙ্গে যা কিছু আছে সব ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও.....!"

"মিলানের ডিউক আমায় নির্বাসন দিয়েছেন," অসহায় চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যালেন্টাইন "টাকাকড়ি আমার কাছে কিছুই নেই।"

"তা তুমি এখন কোনদিকে যাবে কিছু ভেবেছো?" ডাকাতদের একজন জানতে চাইল।

"ভাবছি ভেরোনায় যাব," বলল ভ্যালেন্টাইন।

"কতদিন ছিলে মিলানে?" জানতে চাইল আরেকজন।

"তা কমদিন নয়।" মনে মনে হিসেব করে বলল ভ্যালেন্টাইন, "পুরো ষোল মাস। কপাল খারাপ না হলে আরও কিছুদিন থাকতাম।"

"ডিউক তোমায় নির্বাসন দিলেন কেন," প্রথম ডাকাত বলল, "কি এমন করেছিলে তুমি?"

"একজনকে খুন করেছিলাম।" ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল ভ্যালেন্টাইন, "মারপিট করতে গিয়ে এমন বেধড়ক মার দিলাম যে ব্যাটা মরেই গেল। ডিউক নির্বাসন দিয়েছেন বলে আমার দুঃখ নেই, শুধু লোকটার মরা মুখ যতবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মনটা ততবার মুষড়ে পড়ছে। বারবার মনে হচ্ছে কাজটা করা আমার মোটেও উচিত হয়নি, ওকে খুন করে আমি মহা অন্যায় করেছি।"

"যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন শুধু শুধু মন খারাপ কোরো না," ডাকাতদের একজন বলল, "ডাকাত হলেও আমাদের অনেকেই ভদ্রঘরের সন্তান। এক ভদ্রঘরের এক যুবতীর টাকাকড়ি চুরি করায় দায়ে আমিও ভেরোনা থেকে নির্বাসিত হয়েছি।"

"আর মানুষ খুনের অভিযোগে আমি নির্বাসিত হয়েছি ম্যান্টুয়া থেকে," বলল আরেক ডাকাত।

"তুমিও যখন অপরাধ করে মিলান থেকে নির্বাসিত হয়েছো তখন তুমিও আমাদেরই একজন ভাবতে বাধা নেই," প্রথম ডাকাত ভ্যালেন্টাইনকে বলল। "তোমায় দেখতে ভাল, স্বাস্থ্যও চমৎকার, কথাবার্তাও ভালই বলো। তুমি যে বেশ ঠাণ্ডা মাথার লোক আর বেশ বুদ্ধিমান তাতেও সন্দেহ নেই। আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তুমি হবে আমাদের দলের সর্দার। দল চালাতে তুমি যখন যা বলবে আমরা তাই করব। আমার এই প্রস্তাবে রাজি হও ত ভাল, নয়ত আমরা এক্ষুণি তোমায় মেরে ফেলব।"

"আমার একটা শর্ত আছে," বলল ভ্যালেন্টাইন, "তোমরা সে শর্ত মেনে চলবে বলে যদি কথা দাও তাহলে তোমাদের সর্দার হতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"কি শর্ত?"

"সরল অসহায় মেয়েমানুষ আর গরীব লোকের ওপর অত্যাচার করা চলবে না। তাদের কাছে টাকাকড়ি যাই থাক তা কেড়ে নেবার জন্য তোমরা কখনও জুলুমবাজি করবে না। এই আমার শর্ত," বলল ভ্যালেন্টাইন।

"কথা দিচ্ছি তোমার শর্ত আমরা মেনে চলব," ডাকাতরা একসঙ্গে জোরগলায় বলে উঠল।

"তাহলে তোমাদের সঙ্গে থাকতে আর তোমাদের দলের সর্দার হতে আমারও আপত্তি নেই," বলল ভ্যালেন্টাইন।

আট

ভ্যালন্টাইনকে ডিউক নির্বাসন দণ্ড দেয়ায় প্রোটিয়াসের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছে স্যর থুরিও যার সঙ্গে ডিউক তাঁর মেয়ে সিলভিয়ার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। পথের কাঁটা দূর হয়েছে ভেবে ডিউক নিজেও কম খুশি নন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম, ডিউক ভ্যালেন্টাইনকে মিলান থেকে নির্বাসিত করার পর থেকে স্যর থুরিও হয়ে দাঁড়িয়েছে সিলভিয়ার দু'চোখের বিষ। তাকে দেখলেই রেগে আগুন হয়ে উঠছে ডিউকের মেয়ে সিলভিয়া। এরই মধ্যে পরপর ক'বার মেরে দাঁত ফেলে দেবে বলে সিলভিয়া তেড়ে গিয়েছিল স্যর থুরিওর দিকে, ডিউক সময়মত এসে পড়ায় এবারের মত বেঁচে গেছে স্যর থুরিও। স্যর থুরিওর চক্রান্তেই ভ্যালেন্টাইনকে নির্বাসিত হতে হয়েছে এটাই ধরে নিয়েছে সিলভিয়া। ভ্যালেন্টাইনকে নির্বাসিত করেও কোনও লাভ হল না, উল্টে সিলভিয়া আগের মতই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে চলেছে বলে ডিউকের কানের কাছে যখন তখন প্যান প্যান করে স্যর থুরিও।

"অত ভেঙে পড়লে ত চলবে না স্যর থুরিও," মুখ টিপে হাসলেন ডিউক, "প্রেমিকের স্মৃতি হল বরফের পুতুল। আগুনের আঁচ পেলেই তা গলে জল হয়ে যায়। ক'দিন ধৈর্য ধরে সিলভিয়ার মন জয় করার চেষ্টা করো। দেখবে নচ্ছার ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি একসময় মুছে গেছে তার মন থেকে।" ডিউকের কথা শেষ হতে সেখানে এসে হাজির হল প্রোটিয়াস, তাকে দেখে ডিউক বললেন, "এ ত মুশকিলের ব্যাপার হল হে বাপু প্রোটিয়াস! ভ্যালেন্টাইনকে দেশছাড়া করার ব্যাপারটা আমার মেয়ে সিলভিয়া মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। দিনরাত সে

মুখ কালো করে একা বসে তার জন্য চোখের জল ফেলে, স্যর থুরিও কাছাকাছি গেলে যা তা বলে তাকে গালিগালাজ করে, তেড়ে মারতে পর্যন্ত আসে। এমনভাবে চললে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে? শোনো প্রোটিয়াস, তোমার বন্ধু ঐ নচ্ছার পাজির পা-ঝাড়া ভ্যালেন্টাইনকে ভুলে সিলভিয়া তার মন প্রাণ স্যর থুরিওকে সঁপে দিক এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছা।"

"এ আর এমন কি কঠিন সমস্যা, মহামান্য ডিউক?" প্রোটিয়াস বলল, "ভ্যালেন্টাইন বিশ্বাসঘাতক, ঠগ, জোচ্চোর , কাপুরুষ, মিথ্যেবাদী — এসব কথা সিলভিয়ার কানের কাছে সুযোগ পেলেই বলতে হবে। সবসময় কানের কাছে সব শুনতে শুনতে একসময় ভ্যালেন্টাইন সত্যিই ওরকম এমনই ধারণা গড়ে উঠবে সিলভিয়ার মনে।"

"এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত," ডিউক বললেন, " কিন্তু সিলভিয়া সত্যিই যাকে ভালবাসে সেই ভ্যালেন্টাইনের নামে এসব গালিগালাজ দেয়ার কাজটা করবে কে বাপু, তুমি নিজে করতে রাজি আছো?"

"ভ্যালেন্টাইন নির্বাসিত হলেও একসময় সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু," প্রোটিয়াস বলল, "তার নামে এভাবে গালিগালাজ সে-ই দিতে পারবে বিবেক বলে কোনও বস্তু যার নেই। পাশাপাশি আপনি আদেশ করলে তাও অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একইসঙ্গে এও জানবেন যে আপনার মেয়ে সিলভিয়ার মন থেকে ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি মুছে গেলেও সে যে স্যর থুরিওকে ভালবাসতে শুরু করবে একথা কোনওমতেই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"সেক্ষেত্রে আমি একটা পথ বাতলাতে পারি," অতি উৎসাহী স্যর থুরিও আগ বাড়িয়ে প্রোটিয়াসকে বলল, "আপনি যদি একই সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনের নিন্দা আর আমার প্রসংশা করেন, আমার মত আদর্শ মানুষ আর প্রেমিক মিলানের ভেতরে বাইরে কোথাও পাওয়া যাবে না বলে যদি সুখ্যাতি করেন তাহলে হয়ত কাজ হতে পারে।"

"তোমার ওপর আমি ভরসা রাখি প্রোটিয়াস," ডিউক বললেন, "ভ্যালেন্টাইনের মুখে শুনেছিলাম, তোমার নিজের যখন প্রেমিকা আছে তখন আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারো, স্যর থুরিওকে গালিগালাজ না করে মনের দিক থেকে সিলভিয়া যাতে তাকে বিয়ে করতে তৈরি হয় সে বিষয়ে তাকে বোঝাতে পারো। এখন তুমি সিলভিয়ার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে স্যর থুরিও সহজেই তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে।"

"আমি যতদূর সাধ্য করব, কথা দিচ্ছি, মহামান্য ডিউক," প্রোটিয়াস বলল, "আমি ঠিক করেছি একদল গাইয়ে-বাজিয়ে নিয়ে আজ রাতেই যাব আপনার প্রাসাদে। আপনার মেয়ে সিলভিয়া যে ঘরে থাকে তার জানালার ঠিক নিচে বাগানে দাঁড়িয়ে তারা নাচবে গাইবে আর আমি ঐ ফাঁকে জোরগলায় স্যর থুরিওর প্রসংশা করে যাব। তবে আমি কিন্তু একা থাকব না, স্যর থুরিও নিজেও যাবে আমার সঙ্গে। দেখা যাক, এই ওষুধে কাজ হয় কিনা।"

★ ★ ★ ★ ★

ওদিকে পুরুষের ছদ্মবেশে জুলিয়া সত্যিই এসে পৌঁছেছে মিলানে, এক ভদ্রগোছের সরাই-এ উঠেছে জুলিয়া, সরাই-এর খাতায় নিজের নাম লিখেছে সেবাস্টিয়ান। জুলিয়ার চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সরাই-এর মালিক তাকে ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলে ধরে নিয়েছে। সরাই-এর মালিক লোকটি ভাল, সেবাস্টিয়ান নামে তার নতুন খদ্দের দিনরাত মনমরা হয়ে শুকনো মুখে ঘরে বসে থাকে দেখে সে ধরে নিল কোনও কারণে হয়ত সে মনে আঘাত পেয়েছে। সিলভিয়ার মন ভাল করার জন্য প্রোটিয়াস যে ডিউকের প্রাসাদে নাচ গানের আয়োজন করেছে সে খবর সরাই মালিক জানতে পেরেছিল। সেদিন সকালবেলা সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়াকে সে বলল, "আজ সন্ধের পরে আপনাকে মিলানের ডিউকের প্রাসাদে নিয়ে যাব সেখানে ডিউকের মেয়ের মন ভাল করার জন্য গানবাজনার আয়োজন করেছেন ওঁর প্রেমিক প্রোটিয়াস। প্রেমিকার জানালার নিচে দাঁড়িয়ে গান শোনাবেন প্রোটিয়াস, ওখানে গেলে আপনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবেন।"

প্রোটিয়াস, তার প্রেমিক আসবে মিলানের ডিউকের মেয়েকে গান শোনাতে? ডিউকের মেয়ে হয়ে উঠেছে প্রোটিয়াসের নতুন প্রেমিকা? আসলে ঝোঁকের মাথায় ভেরোনা থেকে এতদূরে মিলানে পুরুষমানুষের ছদ্মবেশে এসে সে ঠিক করেছে কিনা—এই ভাবনাই এতদিন কুরে কুরে খাচ্ছিল জুলিয়াকে। কিন্তু সরাই মালিকের মুখে ডিউকের মেয়ের প্রেমিকের নাম প্রোটিয়াস শুনেই রেগে আগুন হয়ে উঠল জুলিয়া। সন্ধের পরে ডিউকের বাগানে গিয়ে প্রোটিয়াস তার নতুন প্রেমিকাকে কোন নতুন গান শোনায়, কি করে তার সঙ্গে, জুলিয়া এসব নিজে চোখে দেখবে স্থির করল।

"আমি নিশ্চয়ই যাব," সরাইওয়ালাকে বলল জুলিয়া।

নয়

সাহসে ভর করে এক কমবয়সী ছোকরার ছদ্মবেশে জুলিয়া এসে হাজির হল মিলানের ডিউকের প্রাসাদে, ডিউকের মেয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে কৌশলে দেখা করে

আলাপ জমাল। বলল, তার নাম সেবাস্টিয়ান, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে মিলানে এসেছে। কথায় কথায় সে সিলভিয়াকে জানাল প্রোটিয়াসের পথ চেয়ে বসে আছে তার প্রেমিকা জুলিয়া। প্রণয়ী ভ্যালেন্টাইনের নির্বাসনের জন্য প্রোটিয়াসই দায়ী তা জেনেছে সিলভিয়া, এবার জুলিয়া নামে তার এক প্রেমিকা আছে শুনে সে প্রোটিয়াসের ওপর রেগে গেল। খানিক বাদে ডিউকের প্রাসাদের বাগানে এসে ঢুকল প্রোটিয়াস, সিলভিয়ার ঘরের জানালা খোলা আছে দেখে ভ্যালেন্টাইনের কথা তার মনে পড়ে গেল।

"সিলভিয়াকে পাবার বাসনায় পুরোনো বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি," নিজের মনে বলল প্রোটিয়াস, "আমারই জন্য ডিউক তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন, এবার থুরিওকেও সিলভিয়ার কাছ থেকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছি। আমার মুখে সিলভিয়ার রূপের প্রশংসা শুনে থুরিওর অসহ্য ঠেকে, তাই সে আমাকে গালি দেয় প্রেমের খুচরো কারবারী বলে। আবার বলে জুলিয়ার সঙ্গে আমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমায় চিনতে থুরিওর এখনও বাকি আছে। এত সবের পরেও সিলভিয়াকে নিজের করে পাবার লক্ষ্য থেকে আমি সরে আসতে রাজি নই। এদিক থেকে আমার জেদ স্প্যানিয়েল কুকুরের মত। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?"

সন্ধের অল্প পরে থুরিও এসে হাজির হল, প্রোটিয়াসকে দেখে সে অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কি স্যার প্রোটিয়াস, আপনি দেখছি আগেভাগেই চলে এসেছেন।"

"কেন, আসতে বাধা কোথায়, স্যর থুরিও," পাল্টা প্রশ্ন করল প্রোটিয়াস, "ভালবাসার ব্যাপারটা কি আপনার একচেটিয়া নাকি, আর কেউ পারে না ভালবাসতে?"

"ভালবাসা?" হাসল স্যর থুরিও "কাকে ভালবাসেন আপনি, সিলভিয়াকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, সিলভিয়াকে।"

"বাঃ, কি সুসংবাদই দিলেন মশাই," বলে স্যর থুরিও গাইয়ে-বাজিয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবারে তাহলে গানবাজনা শুরু করা যাক।"

স্যর থুরিওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সিলভিয়ার ঘরের খোলা জানালার নিচে উপস্থিত শিল্পিরা হৈ হৈ করে বাজনা বাজিয়ে নাচগান শুরু করে দিল, তাদের সঙ্গে প্রোটিয়াস নিজেও গাইতে লাগল।

"কে চেঁচাচ্ছে?" বলতে বলতে সিলভিয়া খোলা জানালায় এসে দাঁড়াল।

"শুভ সন্ধ্যা, প্রিয়া," বলে নত হয়ে সিলভিয়াকে অভিবাদন জানাল প্রোটিয়াস।

"চেনা গলা মনে হচ্ছে," বলল সিলভিয়া, "কে বলল কথাটা?"

"হৃদয়ের ভাষায় এভাবে ত একজনই শুধু কথা বলতে পারে," বলল প্রোটিয়াস, "শীগগিরই গলা শুনে তাকে চিনতে পারবে।"

"ওহো, আপনি! স্যর প্রোটিয়াস!" নিচের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সিলভিয়া, "তাই বলুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই, তোমার ভৃত্য ও একনিষ্ঠ সেবক প্রোটিয়াস।"

"তা ত বুঝলাম," সিলভিয়ার গলায় অধৈর্য ফুটে বেরোল, "পুরোনো বন্ধুকে নির্বাসনে পাঠানোর মতলব এঁটেও সাধ মেটেনি, আর কি চান আপনি?"

"সিলভিয়া, প্রেয়সী আমার," গদগদ হয়ে বলল প্রোটিয়াস, "কি চাই তাও বলে দিতে হবে? হৃদয়ের ভাষা শুনেও বুঝতে পারছো না আমি কি চাই?"

"থামুন! বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যেবাদী, ঠগ কোথাকার!" প্রোটিয়াসকে গলা চড়িয়ে ধমক দিল সিলভিয়া। "নিজের প্রেমিকার কথা ভুলে গিয়ে মন পাবার জন্য আমায় গান শোনাতে লজ্জা করছে না? যান, বাড়ি চলে যান, বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে যাকে ভালবাসতেন সেই প্রেমিকার সুন্দর মুখখানা ভাবতে ভাবতে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতে আর কখনও আমায় পাবার জন্য এমন তোষামোদ করবেন না, করলেও তাতে লাভ হবে না?"

"তুমি ঠিকই বলেছো প্রেয়সী," গালাগালি খেয়েও না দমে প্রোটিয়াস বলল,"আমি একসময় সত্যিই একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই, অল্প কিছুদিন হল সে মারা গেছে।

"মিথ্যেবাদী!" বলেই জানালার আড়ালে দাঁড়ানো পুরুষবেশী জুলিয়া নিজেকে সামলে নিল "হায়, এই মুহূর্তে যদি সবার সামনে নিজের আসল পরিচয়টা তুলে ধরতে পারতাম!" বলে নিজের মনে আক্ষেপ করল সে, গলা নামিয়ে সিলভিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "উনি মিছে কথা বলছেন লেডি সিলভিয়া, স্যর প্রোটিয়াসের সেই প্রেমিকা আজও বেঁচে আছে।"

"আপনি মিথ্যে কথা বলছেন স্যর প্রোটিয়াস," চেঁচিয়ে বলল সিলভিয়া, "আপনার সেই প্রেমিকা যে আজও বেঁচে আছে সে খবর কিন্তু আমার অজানা নয়। তাছাড়া আপনার জন্য যাকে দেশছাড়া হতে হয়েছে সেই ভ্যালেন্টাইনের আমি বাগদত্তা, তাকে বিয়ে করব বলে আমি কথা দিয়েছিলাম। ভ্যালেন্টাইন কিন্তু আজও বেঁচে আছেন। এই অবস্থায় আপনি যে আমায় প্রেম নিবেদন করছেন তা অন্যায় ও অবৈধ।"

"কিন্তু আমি ত শুনেছি ভ্যালেন্টাইন বেঁচে নেই," প্রোটিয়াস বলল, "শুনেছি সেও মারা গেছে।"

"বাঃ স্যর প্রোটিয়াস," ব্যঙ্গের হাসি হাসল সিলভিয়া, "প্রথমে প্রেমিকা, তারপরে বন্ধু, দুজনকেই কত সহজে মারা গেছে বলে চালিয়ে দিলেন। এরপরে হয়ত বলে বেড়াবেন আমিও বেঁচে নেই, সবাইকে বলবেন লেডি সিলভিয়া বেঁচে নেই, অল্প কিছুদিন আগে সে মারা গেছে। এও জেনে রাখবেন। স্যর প্রোটিয়াস, ভ্যালেন্টাইন যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে তার যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তা তারই কবরে সমাধিস্থ করব।"

"তেমন হলে ভ্যালেন্টাইনের কবর খুঁড়ে নিজে হাতে তোমার সেই প্রেম আমি তুলে আনব," বলল প্রোটিয়াস।

"আমার প্রেম অতি পবিত্র, স্যর প্রোটিয়াস," সিলভিয়া বলল, "আপনি ভুলেও তা তুলে আনার চেষ্টা করবেন না। কেন, এই ত খানিক আগে বললেন আপনার প্রেমিকা মারা গেছে। তার সমাধি খুঁড়েই নাহয় আপনার পুরোনো প্রেম তুলে আনবেন।"

"হায় প্রেয়সী!" আক্ষেপের সুরে বলল প্রোটিয়াস, "তুমি কি কোনওমতেই আমার প্রতি সদয় হবে না? তাহলে তোমার একখানা ছবিই বরং আমায় দাও, আমি তোমার বদলে তোমার সেই ছবিকেই না হয় ভালবাসব।"

প্রোটিয়াসের কথা শুনে জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া।

"আমার ছবি পেলেই শান্ত হবেন আপনি?" সিলভিয়া বলল, "বেশ, কাল সকালে দয়া করে একবার আসবেন, আমার ছবি দিয়ে দেব। আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, এবার নিজে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন, আমাকেও বিশ্রাম নিতে দিন।" বলে জানালা বন্ধ করে দিল সিলভিয়া।

সত্যিই ভারি মুশকিলে পড়েছে সিলভিয়া, একদিকে সে জেনেছে তার প্রেমিক মিলান থেকে নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলে, তার কাছে যাবার জন্য ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার বাবা মিলানের ডিউক স্যর থুরিওর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন তাতেও এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। এই অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পেতে একসময় সে সবার অজান্তে লুকিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ম্যান্টুয়ার বনে ভ্যালেন্টাইনের কাছেই চলে যাবে স্থির করল। কিন্তু ম্যান্টুয়া জায়গাটা অনেক দূরে, একা অত দূরে তার মত এক যুবতীর পক্ষে গিয়ে পৌঁছোনোর ঝুঁকি অনেক। তাই গোপনে এগলামুর নামে তার বাবার এক বৃদ্ধ কর্মচারীকে তাকে সেখানে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করল। এগলামুর সিলভিয়াকে স্নেহ করেন। তিনি তাই তার এ অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। সন্ধ্যের পড়ে আঁধার গাঢ় হলে সিলভিয়া এগলামুরকে প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে সাধু প্যাট্রিকের মঠে থাকতে বললেন, বললেন

তিনি খানিক বাদে সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন, তারপরে তাঁরা একসঙ্গে রওনা হবেন ম্যান্টুয়ার দিকে।

দশ

লেডি সিলভিয়ার ছবি নেবার জন্য প্রোটিয়াস পরদিন সকালবেলা সত্যিই আবার এসে হাজির হল ডিউকের প্রাসাদে। প্রাসাদে ঢোকার মুখে অল্পবয়সী একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ছেলেটির সুন্দর মুখশ্রী আর দু'চোখের সরল চাউনি দেখে প্রোটিয়াসের মায়া হল, নাম জিজ্ঞেস করতে ছেলেটি বলল তার নাম সেবাস্টিয়ান, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে এসেছে মিলানের ডিউকের প্রাসাদে। প্রোটিয়াসের নিজের কাজের লোক ক'দিন হল পালিয়েছে, সেবাস্টিয়ানকে তখনই সে সেই পদে বহাল করল। প্রোটিয়াস তাকে চিনতে পারেনি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া। ছেলেটা চটপটে কিনা পরখ করতে এবার প্রোটিয়াস নিজের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে তাকে দিয়ে বলল, "মন দিয়ে শোন, সেবাস্টিয়ান, এই যে আংটিটা দেখছো, এটা আগে আমার যে প্রেমিকা ছিল তার, সে এটা আমায় দিয়েছিল। এটা এবারে নিয়ে যাও ত ডিউকের মেয়ে লেডি সিলভিয়ার কাছে, ওঁকে এটা দিয়ে বলবে স্যর প্রোটিয়াস এটা ওঁকে দিয়েছেন। আর এটা দিয়ে তাঁর একটা ছবি চেয়ে নিয়ে আসবে।"

পুরুষমানুষ যে নিজের প্রেমিকার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা আগে জানা ছিল না। প্রোটিয়াসের দেয়া আংটিখানা নিয়ে মনে মনে বলল জুলিয়া, আমার নিজের দেয়া আংটি আমারই হাত দিয়ে আরেকটি মেয়ের মন জয় করার জন্য পাঠাচ্ছে। মুখে কিছু না বলে আংটিটা নিয়ে সিলভিয়ার কাছে এল সে, বলল, "এটা আমার মনিব স্যর প্রোটিয়াসের আগের প্রেমিকার আংটি, স্যর প্রোটিয়াস এটা আপনাকে দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। আর আপনার একটা ছবি উনি চেয়েছেন।"

"স্যর প্রোটিয়াসের আগের প্রেমিকার আংটি?" হেসে সিলভিয়া বলল, "ওঁর কি লজ্জা বলে কিছু নেই, তাই আমার মন জয় করতে নিজের প্রেমিকার আংটি পাঠিয়েছেন? ধিক্, স্যর প্রোটিয়াস!" সিলভিয়া মুখ তুলে বলল, "এ আংটি আমি গ্রহণ করতে পারব না, আমি এটা নিলে স্যর প্রোটিয়াসের প্রেমিকাকে অসম্মান করা হবে! আমি তা করতে পারব না!"

"স্যর প্রোটিয়াসের প্রেমিকা জুলিয়ার হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি," সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া বলল, "একটি মেয়েই শুধু পারে অন্য একটি মেয়েকে এভাবে মমতা আর সহানুভূতি দেখাতে।"

"তুমি কি জুলিয়াকে চেনো?" জানতে চাইল সিলভিয়া।

"নিশ্চয়ই," বলল জুলিয়া, "যেমন সুন্দর তাকে দেখতে তেমনই সুন্দর তার স্বভাব। আশ্চর্য, প্রোটিয়াস জুলিয়াকে একসময় সত্যিই ভালবাসতেন, তার জন্য গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু জুলিয়ার ভাগ্য এত খারাপ কে জানত!" এইটুকু বলে জুলিয়া চলে এল সিলভিয়ার কাছ থেকে, সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে মোটেই ভালবাসে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হল সে।

সেদিনই রাতের বেলায় সিলভিয়া প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসে হাজির হল সাধু প্যাট্রিকের মঠে। বৃদ্ধ এগলামুর আগেই সেখানে তার অপেক্ষায় বসেছিলেন, এবারে সিলভিয়ার ইচ্ছেমত তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন ম্যান্টুয়ার দিকে। সিলভিয়া এগলামুরকে সঙ্গে নিয়ে যে ম্যান্টুয়ার দিকে রওনা হয়েছে সে খবর সাধু প্যাট্রিকের মুখ থেকে যথাসময় পেলেন ডিউক, প্রোটিয়াস আর স্যর থুরিওকে সঙ্গে নিয়ে এবারে তিনি রেগেমেগে মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে রওনা হলেন ম্যান্টুয়ার দিকে।

ওদিকে ম্যান্টুয়ার জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছাতে এগলামুর আর সিলভিয়াকে ঘিরে ধরল ডাকাতেরা। এগলামুর দৌড়ে পালালে দু'জন ডাকাত তাঁর পেছন পেছন ছুটল। বাকি যারা ছিল তারা সিলভিয়াকে নিয়ে দলের সর্দার ভ্যালেন্টাইনের গুহার দিকে রওনা হল। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই প্রোটিয়াস এসে হাজির হল সেখানে, ডাকাতদের হাত থেকে সে-ই ছাড়িয়ে আনল সিলভিয়াকে। সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে ধন্যবাদ দিতে প্রোটিয়াস ধরে নিল সে এতদিনে সিলভিয়ার মন জয় করতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে গদগদ হয়ে সে তাকে সেই বনের মধ্যেই প্রেম নিবেদন করতে লাগল। প্রোটিয়াস বলল, "সিলভিয়া, আমি তোমায় মন থেকে কতখানি ভালবাসি তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। এখন তুমি রাজি হলেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি।"

প্রোটিয়াসের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে তার নতুন সহচর সেবাস্টিয়ানের ছদ্মবেশে জুলিয়া। প্রোটিয়াসের ভাবগতিক দেখে সে ঘাবড়ে গেল। জুলিয়া দেখল এবার সিলভিয়া প্রোটিয়াসকে বিয়ে করতে রাজি হলে সবচেয়ে ক্ষতি হবে তার নিজের। ঠিক তখনই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ডাকাতদের দলপতি ভ্যালেন্টাইন। খানিকক্ষণ আগে গুহার ভেতরে বসে সে খবর পেয়েছে ডাকাতেরা একটি মেয়েকে ধরেছে। খবর কানে যেতে সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করতেই সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এদিকে ভ্যালেন্টাইনকে এতদিন বাদে দেখতে পেয়ে জেগে উঠল প্রোটিয়াসের বিবেক, অনুতপ্ত প্রোটিয়াস ভ্যালেন্টাইনের দু'হাত ধরে বলল, "বন্ধু ভ্যালেন্টাইন, বন্ধু হয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সঙ্গে করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

ভ্যালেন্টাইনের মন প্রোটিয়াসের চেয়ে অনেক উদার, প্রোটিয়াসের কথা শুনে সে তার সব অপরাধ ক্ষমা করল। সেইসঙ্গে বলল, "বন্ধু প্রোটিয়াস, আমি তোমায় ক্ষমা করলাম, সেইসঙ্গে সিলভিয়ার ওপর প্রেমিক হিসেবে আমার এতদিনের দাবিও তুলে নিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে সিলভিয়াকে বিয়ে করতে পারো।"

ভ্যালেন্টাইনের কথা শুনে সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া আবার ঘাবড়ে গেল। তার ভয় হল, এবার হয়ত সিলভিয়া সত্যিই প্রোটিয়াসকে বিয়ে করতে চাইবে। আর তেমন কিছু সত্যিই ঘটলে এই জীবনে প্রোটিয়াসের সঙ্গে তার আর মিলন হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। খানিক বাদেই তার জ্ঞান ফিরে এল। আর তখনই তার হাতের আঙ্গুলে জুলিয়ার দেয়া আংটিটা চোখে পড়তে অবাক হল প্রোটিয়াস, বলল, "একি, সেবাস্টিয়ান, এ আংটি ত জুলিয়ার, এটা তুমি কোথায় পেলে?"

"ঠিকই বলেছেন, এটা জুলিয়ারই আংটি," সেবাস্টিয়ানবেশী জুলিয়া বলল, "জুলিয়া নিজেই ত আংটিটা নিয়ে এখানে এসেছে।"

তার কথার ধরন শুনে অবাক হল প্রোটিয়াস, সেবাস্টিয়ানের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাল সে। একদৃষ্টে খুঁটিয়ে দেখে প্রোটিয়াস বুঝতে পারল তার প্রেমিকা জুলিয়াই ছোকরা সহচর সেবাস্টিয়ানের ছদ্মবেশে এতদিন তার পাশে পাশে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার প্রেম-ভালবাসার আকর্ষণেই যে জুলিয়া সেই ভেরোনা থেকে মিলানে ছুটে এসেছে তা বুঝতে প্রোটিয়াসের বাকি রইল না। বুঝতে পেরেই জুলিয়ার প্রতি হারানো প্রেম-ভালবাসা আবার নতুন করে ফিরে পেল প্রোটিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে সে ভ্যালেন্টাইনকে বলল, "তুমি যাই বলো ভ্যালেন্টাইন, লেডি সিলভিয়া তোমারই থাক, ওঁর ওপর আমার আর কোনও দাবী নেই। আমার জুলিয়াকে আমি ফিরে পেয়েছি, তাকে নিয়ে বাকি জীবনটুকু কাটাতে পারলেই আমি সুখী হব। তোমার আর আমার জন্য জুলিয়া আর সিলভিয়া দু'জনেই অনেক কষ্ট করেছে তা ত মানতেই হবে।" প্রোটিয়াসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্যর থুরিওকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন মিলানের ডিউক।

এগারো

"সিলভিয়া আমার বাগ্‌দত্তা, আমার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে আছে," বলতে বলতে সিলভিয়ার কাছে এগিয়ে এল স্যর থুরিও।

"খবরদার থুরিও!" রাগে চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেন্টাইন, "মনে রেখো এটা মিলান নয়, ম্যান্টুয়া। সিলভিয়া তোমার বাগ্‌দত্তা একথা আর একবার বললে কিন্তু তুমি

প্রাণে বাঁচবে না তা আগেই বলে রাখছি। আমার সামান্য ইশারায় আমার অনুচরেরা তোমার গর্দান নিয়ে নেমে, ওদের হাত থেকে কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। সিলভিয়া আমার প্রণয়িনী, সে তোমার নয়, আমার বাগ্‌দত্তা। গায়ে হাত দিয়ে বা অন্য কোনওভাবে সিলভিয়ার অমর্যাদা করলে তার ফল কিন্তু মারাত্মক হবে মনে রেখো!"

ভ্যালেন্টাইনের ধমক খেয়ে চুপসে গেল স্যর থুরিও। ভ্যালেন্টাইনের অনুগত ডাকাতেরা ততক্ষণে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকের কোমরে খাপে আঁটা ছুরি, হাতে খোলা তলোয়ার। তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্যর থুরিও এক পা এক পা করে পিছিয়ে এসে ডিউকের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

"সিলভিয়ার মত মেয়েকে আমার না পেলেও চলবে," বলল স্যর থুরিও, "আমার ওপর যে মেয়ের ছিটেফোঁটা টান নেই তাকে পাবার জন্য আমি খামোখা লড়াই করতে যাব কেন? যারা বোকা তারাই এমন লড়াই করতে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়।"

"থামো! অপদার্থ কাপুরুষ কোথাকার!" স্যর থুরিওকে ধমকে ডিউক বললেন, "তোমার মত এক অপাত্রের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে কখনোই দেব না।" ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন, "জানি তুমি আইনভঙ্গকারী ডাকাতদলের সর্দার, তবু স্যর থুরিওকে যা বললে তা প্রকৃত বীরদের মুখেই শোভা পায়। ভেবে দেখলাম তুমিই সিলভিয়াকে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র, তাই তোমার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব। বলো তুমি কি চাও?"

"আপনার কাছে আমার প্রার্থনা একটিই, মহামান্য ডিউক," সামনে দাঁড়ানো তার অনুচরদের ইশারায় দেখিয়ে বলল, "সমাজবিরোধী খুনে ডাকাত হলেও এরা সবাই ভদ্র সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আপনার আদেশে এরা একদিন আমারই মত নির্বাসিত হয়েছিল মিলান থেকে। এতদিন ওদের সঙ্গে আমি এই জঙ্গলে কাটিয়েছি, ওদের সঙ্গে রোজ ওঠাবসা খাওয়া দাওয়া করেছি। তাতেই লক্ষ্য করেছি মিলান আর ম্যান্টুয়ার মানুষ যাদের নামে ভয়ে কাঁপে ম্যান্টুয়ার গহন জঙ্গলের সেই ডাকাতদের মধ্যে সভ্য সমাজের খাঁটি মানুষের অনেক গুণ এখনও টিকে আছে। তাই আমার অনুরোধ, আপনি ওদের সবাইকে ক্ষমা করুন, সামাজিক জীবনে ওদের প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এদের অনেককে আপনি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বহাল করতে পারবেন যে কাজ ওরা মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে করতে পারবে। এতে আপনার সুনাম যেমন বাড়বে তেমনই মিলানেরও মঙ্গল হবে। এছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাইবার নেই। তারপরে ভেবে দেখুন আপনার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে এরা ত নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এতদিন ধরে করে এসেছে!"

"বেশ," ডিউক হাসিমুখে বললেন, "ভ্যালেন্টাইন, তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব, আমি এদের সবাইকে ক্ষমা করলাম। কথা দিচ্ছি এরা যাতে মিলানের সামাজিক জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। এবার আরেকটি কাজ বাকি আছে তা হল প্রোটিয়াসের বিচার — আমার মেয়েকে পাবার জন্য এতদিন ধরে তোমার প্রতি সে যত অন্যায় করেছে সেসব আজ তাকে এই জঙ্গলে সবার সামনে নিজে মুখে স্বীকার করতে হবে, এই তার শাস্তি।"

লজ্জায় আর বিবেকের দংশনে প্রোটিয়াস তখন মুখ তুলে তাকাতে পারছে না, তবু ডিউকের আদেশে ভ্যালেন্টাইনের প্রতি যত অন্যায় অবিচার সে এতদিন ধরে করে এসেছে সবার সামনে সেসব স্বীকার করল। অন্যদিকে ডিউকের মার্জনা আর মিলানে প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে ডাকাতেরা তখন ভ্যালেন্টাইন আর সিলভিয়া দু'জনকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করেছে।

একদিকে সিলভিয়া আর ভ্যালেন্টাইন, অন্যদিকে জুলিয়া আর প্রোটিয়াস, দু'জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে ডিউক ফিরে এলেন মিলানে, ধুমধাম করে তাদের বিয়ে দিলেন।

★ ★ ★ ★ ★